आदिरित भूखराख

शल्याकृति



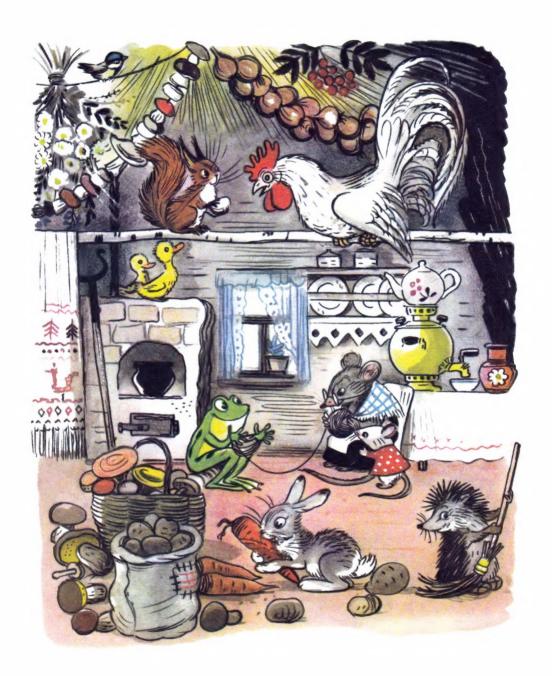




अल्डिंड - डिक्ट वार्व अस्टिंड

€∏

প্রগতি প্রকাশন • মম্কো





লেখা ও আঁক্য: ক্লাদিমির সুতেয়েজ













ফুটে বের্ল হাঁসের ছানা। বললে, 'বেরিয়ে এসেছি।'



'আমিও,' বললে ম্রগীছানা।



'চললাম বেড়াতে,' বললে হাঁসের ছানা। 'আমিও,' বললে ম্রগীছানা।



'গর্ত খ্রুছি,' বললে হাঁসের ছানা। 'আমিও,' বললে ম্রগীছানা।



'পোকা পেয়েছি রে,' বললে হাঁসের ছানা। 'আমিও,' বললে ম্রগীছানা।



'ফড়িং ধরেছি,' বললে হাঁসের ছানা। 'আমিও,' বললে ম্রগীছানা।



'একটু সাঁতার দিই গে,' বললে হাঁসের ছানা। 'আমিও,' বললে মুরগীছানা।



'চললাম সাঁতরে,' বললে হাঁসের ছানা।



'আমিও,' চে চালে ম্রগীছানা।



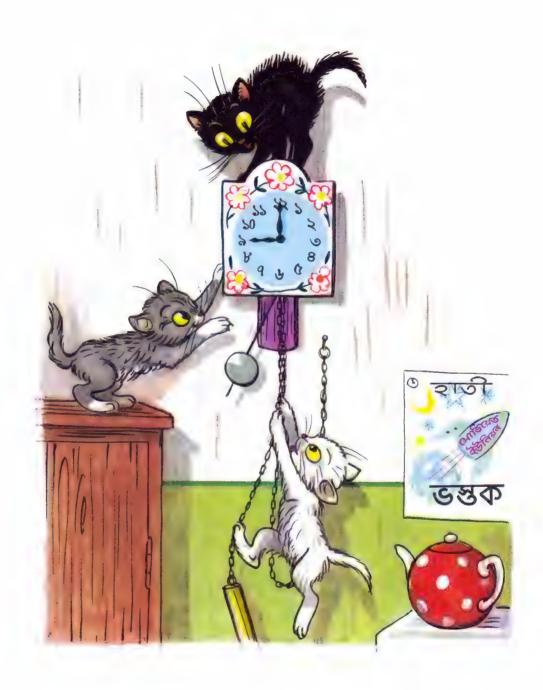
'বাঁচাও! বাঁচাও!'



ম্রগীছানাকে টেনে তুলল হাঁসের ছানা।



'ফের চললাম জলে,' বললে হাঁসের ছানা। 'আমি বাপনু যাচ্ছি নে,' বললে ম্রগীছানা।









जिनत्वे त्वज़ानहाना: कात्ना, त्हर्रा, भाषा ...



চোখে পড়ল ই'দ্বর ...



... ছ্বটল ই°দ্বের পেছনে।



ময়দার বয়ামে লাফিয়ে পড়ল ই দ্র ।



তার পেছ_র পেছ_র বেড়ালেরা। ই^{*}দ_্র পালাল।



আর বয়াম থেকে বেরিয়ে এল তিনটে শাদা বেড়াল।



উঠোনে দেখে ব্যাঙ, তিন শাদা বেড়াল ছ্বটল তার পেছন।



ব্যাঙ ল্বকিয়ে পড়ল প্রনা এক সামোভারের নলে। বেড়ালেরাও ঠিক পেছন পেছন।





... আর নল থেকে বেরিয়ে এল তিনটে কালো বেড়াল।



তিনটে কালো বেড়াল পর্কুরে দেখে মাছ...



... ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারে।



মাছ গেল পালিয়ে...



... জল থেকে উঠল তিনটে ভেজা বেড়াল।



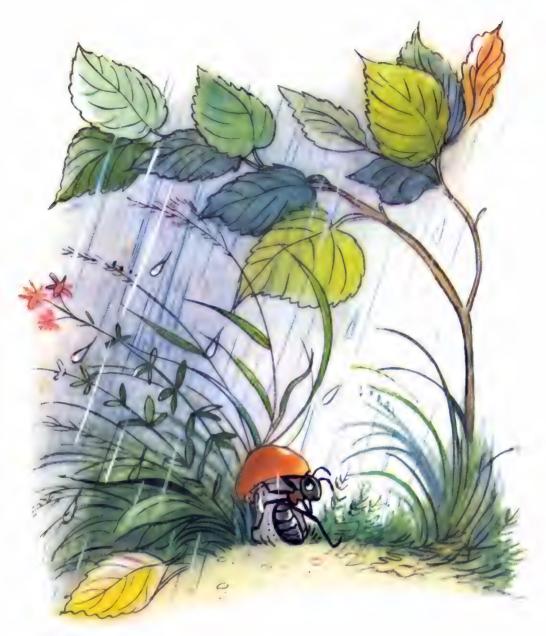
তিনটে ভেজা বেড়াল ফিরল বাড়িতে।



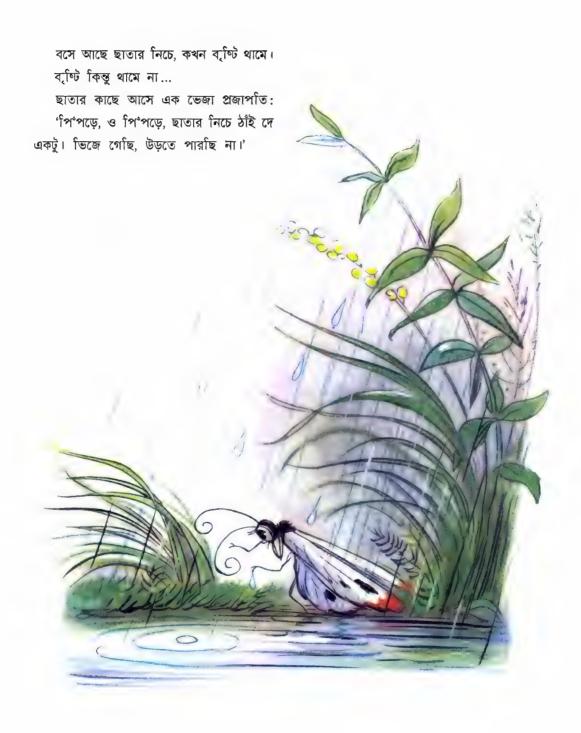
পথে যেতে যেতে গা শ্বিকয়ে ঠিক যেমন ছিল তেমনি: কালো, ছেয়ে আর শাদা।





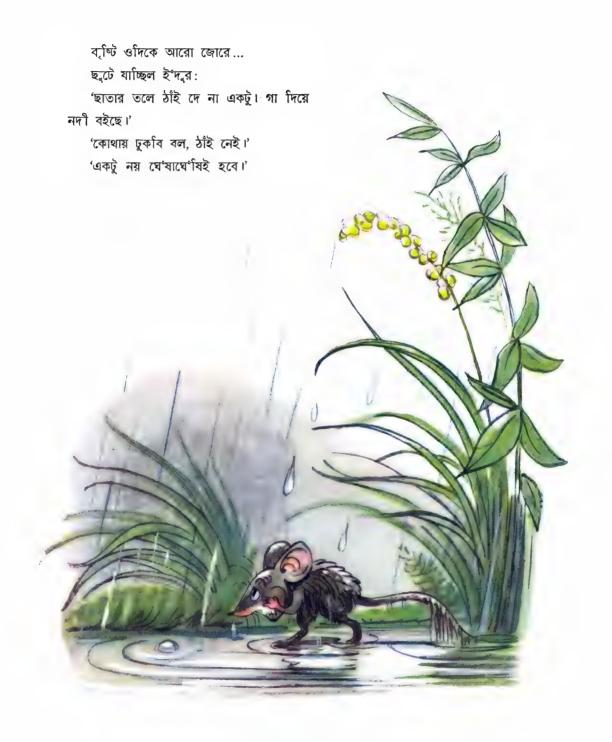


ির বৃষ্টি নামল একবার।
কোথায় ল্বকোয় পি°পড়ে?
দেখে, মাঠের মধ্যে এক ছোট্ট ব্যাঙের ছাতা, ছ্বটে গিয়ে ল্বকোল তার তলে।





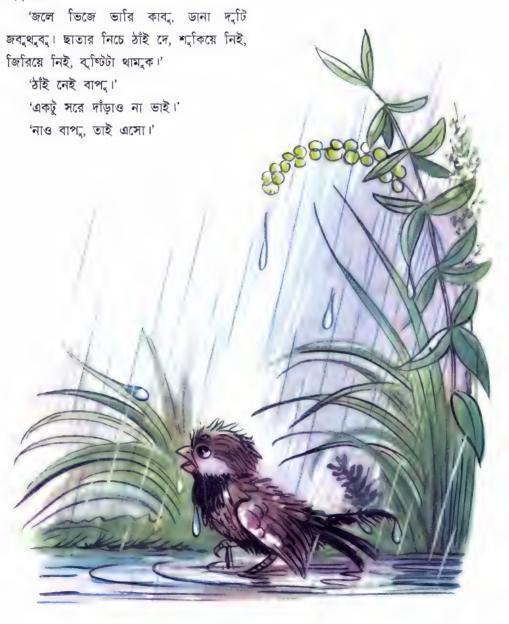
পি'পড়ে বলে, 'ঠাঁই কোথায়? আমি একাই বলে কোনো রকমে মাথা গাঁ্জেছি।'
'ভাবিস না কিছু! নয় ঘে'ষাঘে'ষি হোক, রেষারেষি নয়।'
প্রজাপতিকে ঠাঁই দিল পি'পড়ে।





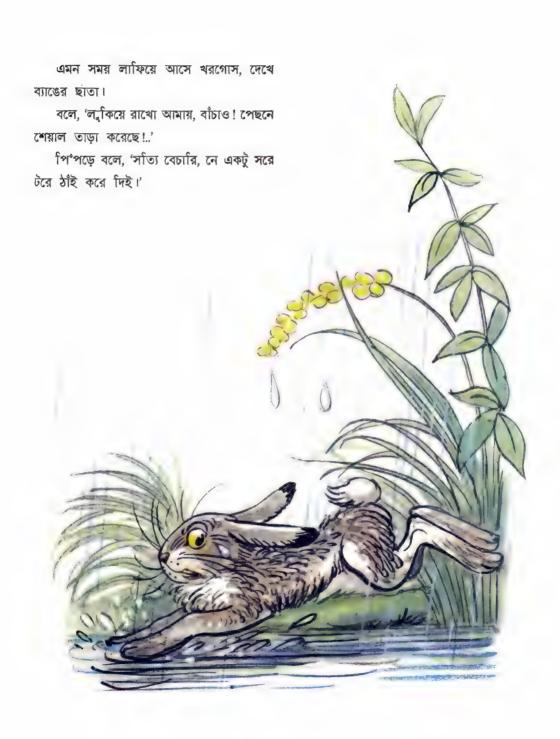
ঘে ষাঘে যি করে ঠাঁই দিলে ই দুরকে। ব্যাফার ওদিকে থামার নাম নেই ...

ছাতার কাছে কে'দে কে'দে লাফিয়ে বেড়ায় চড়াই:





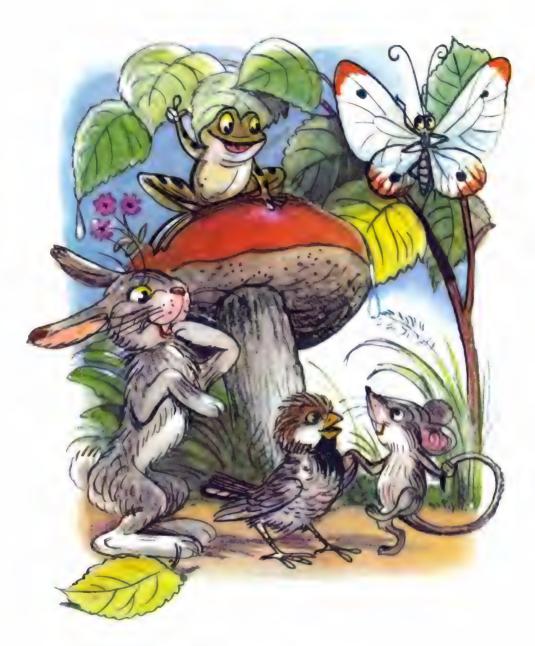
সরে সরে দাঁড়াল, ঠাঁই হল চড়,ইয়ের।



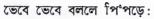


খরগোস ল্বকতেই ছ্বটে এল শেয়াল। বলে, 'খরগোস দেখিস নি একটা?' 'না তো।'





ততক্ষণে বৃণ্টি গেল কেটে, রোদ উঠল ফুটে। আনন্দ করে ছাতার তল থেকে বেরিয়ে এল সবাই।



'কি ব্যাপার বলো দেখি? ছাতার তলে একা আমারই কুলোচ্ছিল না, আর এখন দেখো পাঁচ জনের ঠাঁই হয়ে গেল!' 'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ! হ্যাঃ-হ্যাঃ!' কে যেন হেসে উঠল।

সবাই তাকিয়ে দেখে ছাতার ওপরে বসে আছে ব্যাঙ,

হাসছে:

'আরে, তাও জানো না, ব্যাঙের ছাতা যে...' সবটা না বলেই লাফিয়ে পালাল সে।

সবাই তখন ব্যাণ্ডের ছাতার দিকে তাকিয়ে দেখলে, দেখেই ব্রুল কেন প্রথমে একজনেরও কুলোয় নি, পরের দিকে পাঁচ









সৌ ফার কাছে গালিচার ওপর ঘ্রিমরোছল কুকুরছানা।

হঠাৎ ঘ্নের মধ্যে কানে এল কে যেন বললে:

'ম্যাও!'

মাথা তুললে কুকুরছানা, তাকিয়ে দেখলে কেউ নেই।



বোধ হয় স্বপ্ন, এই ভেবে আরো আয়েস করে গা এলাল।

অমনি ফের কে যেন বললে:

'बााउ!'

'কে রে?'





লাফিয়ে উঠল কুকুরছানা, ছ্বটে বেড়াল সারা ঘর, উ'কি দিলে খাটের নিচে, টেবলের নিচে — কেউ নেই!







''ম্যাও' কর্রছিলি তুই?' মোরগকে শ্বাল কুকুরছানা। 'না তো, আমার ডাক তো যে...' এই বলে ডানা দ্বলিয়ে ডেকে উঠল





পেছনের পা দিয়ে কান চুলকিয়ে বাড়ি ফিরল কুকুরছানা...
ঠিক দাওয়ার কাছেই কে যেন বললে:

'ম্যাও!'

'এইখানেই আছে তাহলে,' এই বলে চটপট চার থাবায় খ্র্ডতে লাগল দাওয়া। মন্ত এক গর্ড খ্র্ডতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল ছেয়ে রঙের ছোট্ট এক ই'দ্বরছানা।





'তুই বললি 'ম্যাও'?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলে কুকুরছানা। 'চি'-চি'-চি', চি'চি' করলে ই'দ্বর, 'কে আবার কী বললে?'



'কে যেন বললে 'ম্যাও'...'
'কাছাকাছি?'
'এই এখানেই, কাছেই,' বললে কুকুরছানা।



'ওরে বাবা, ভয় করছে, **চি'-চি'-চি'!** দাওয়ার ফাটলে সে'ধিয়ে গেল ই'দ্বরছানা।



ব্যাপারটা কী ভাবতে বসল কুকুরছানা। হঠাং যেন কুকুর ঘরের কাছে জোর গলায় কে যেন বললে:

'ম্যাও!'

তিনবার ঘরখানা পাক দিলে কুকুরছানা, কিন্তু কাকেও দেখল না। শর্ধ ঘরের ভেতর কে যেন নড়ছে ...

ওই তাহলে! ভাবলে কুকুরছানা, এই বার ধরব ... এগিয়ে গিয়ে ওঁং পেতে রইল সে ...





লাফিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝাঁকড়া লোমো কে'দো কুকুর।

'গর-র্-র্!' গর্জন করলে কুকুর।

'আমি... মানে, আমি শা্ধ্ জানতে চাইছিলাম...'

'গর-র্-র্-ঃ'

'তুমিই ... 'ম্যাও' করছিলে?' লেজ গ্রুটিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে ছানা।

'আমি ?! আমার সঙ্গে ঠাট্টা!'





চার ঠ্যাং তুলে কুকূরছানা একেবারে বাগানের ভেতরে লহুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে। আর ঠিক যেন তার কানের কাছে কে বললে:

'ম্যাও!'



ঝোপ থেকে মাথা তুলল ছানা। ঠিক তার সামনেই ফুলের ওপর বসে আছে মখমলী এক মোমাছি।



এই তাহলে 'ম্যাও' করেছে, এই ভেবে দাঁতে কামড়ে ধরতে গেল তাকে '



ওড়ে আর বোঁবোঁ করে:

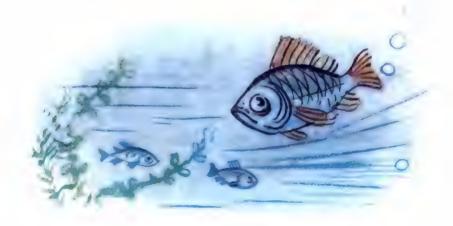
'বোঁ-বোঁ-বোঁ, হুল ফুটাবো! বোঁ-বোঁ-বোঁ, হুল ফুটাবো!'
পুকুরে ছুটে গেল কুকুরছানা, একেবারে জলের মধ্যে!



জল ছেড়ে উঠে দেখে মোমাছি আর নেই। অথচ ফের কে যেন ডেকে উঠল:

'শ্যাও!'

'তুই বললি 'ম্যাও'?' কাছেই সাঁতার দিচ্ছিল একটা মাছ, তাকেই জিজ্ঞেস করলে ছানা।



মাছ কিন্তু জবাব দিলে না, লেজের ঝাপট মেরে তলিয়ে গেল গভীরে।



'ব্যাঙর-ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ!' হোহো করে হেসে উঠল ব্যাঙ, শাল্বকের ওপর বসে ছিল সে, 'মাছেরা যে কথা বলে না, তাও জানিস না তুই?'

'তাহলে তুই বললি 'ম্যাও'?' ব্যাঙকে জিজ্ঞেস করলে ছানা।



'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ!' ফের হাসলে ব্যাঙ, 'কী বোকা রে তুই! ব্যাঙ তো শ্ব্ধ ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে।'

वल्टे नाक फिन जला।



ঘরে ফিরল কুকুরছানা, সারা গা ভেজা, নাকটা ফোলা। মন ভার করে শ্বলে সে সোফার কাছে গালিচার ওপর। হঠাৎ শোনে:

'ম্যাও !!'





লাফিয়ে উঠল সে, জানলার ওপর বসে আছে লোমঝুমঝুম ডোরাকাটা বেড়াল।

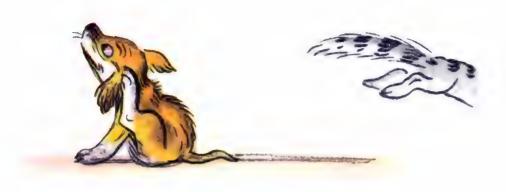


'ম্যাও!' বললে বেড়াল।

'বেউ-বেউ !' বলে ডেকে উঠল ছানা, তারপর মনে পড়ল কীভাবে গর্জন করেছিল কে'দো কুকুরটা। তাই গর্জন করলে, 'গর-র্-র্-!'



বেড়াল পিঠ বে কিয়ে হিসিয়ে উঠল, 'শ্-শ্-শ্!'



তারপর 'ফাচ-ফাচ!' করে মুখ ভেংচিয়ে লাফিয়ে গেল জানলা দিয়ে।



নিজের গালিচায় ফিরে এসে শ্ল কুকুরছানা। কে বললে 'ম্যাও' সেটা এবার সে জানে।







সিত্তির এক গাঁড়ি, তার ওপর কোঠা।
তাতে থাকে মাছি, ব্যাঙ, সজার আর হলদে ঝাঁটি মোরগটি।
একদিন তারা বনে গেল, কেউ খোঁজে ফুল, কেউ ব্যাঙের ছাতা, কেউ কাঠ-কুটো, কেউবা
ফলপাকুড়।



বনে ঘ্রুরে ঘ্রুরে পেশছ্রল এক ফাঁকা জারগায়। দেখে কি, একটা খালি গাড়ি। খালি বটে, মজারও বটে — চাকাগ্রুলো তার হরেক রকম: একটা চাকা একেবারেই ছোট, পরেরটা একটু বড়ো, তার পরেরটা মাঝারি, আর সব শেষেরটা ইয়া বড়ো!

বোঝাই যায় অনেক দিন ধরে পড়েই আছে গাড়িটা, তলায় তার ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। মাছি, ব্যাঙ, সজার আর মোরগটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর অবাক হয়। এমন সময় নােপ থেকে লাফিয়ে এল এক খরগােস। সে কিন্তু দেখে আর হাসে।



সজার্বলল, 'চলো এটাকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাই, হ্য়তো কাজে লাগবে।' 'ঠিক বলেছ,' সায় দিল সবাই।

সবাই মিলে গাড়িটাকে তারা ঠেলতে লাগল, কিন্তু গাড়ি আর নড়ে না: চাকাগ্রলো যে সব বিদয়টে।

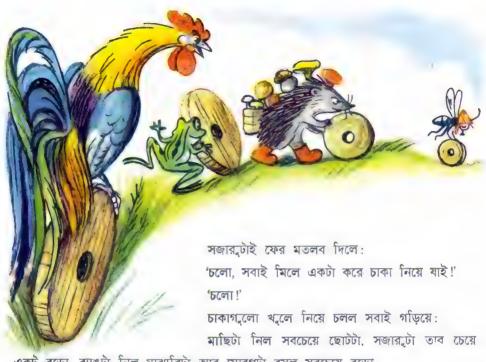
ঠেলে ঠেলে হয়রান, ফল কিছু হল না। কখনো ওপাশে কাৎ হয়ে পড়ে, কখনো এপাশে উলটে আসে।

পথটাও খারাপ, কোথাও খাল, কোথাও উ'চ্-নীচু। হেসে ওঠে খরগোসটা, হেসে মরে আর কি:

'এমন গাড়ি কে বা চায়?'

হয়রান হয়ে গেল সবাই, কিন্তু ফেলে যেতে মন চায় না, সংসারের কাজে লাগবে।

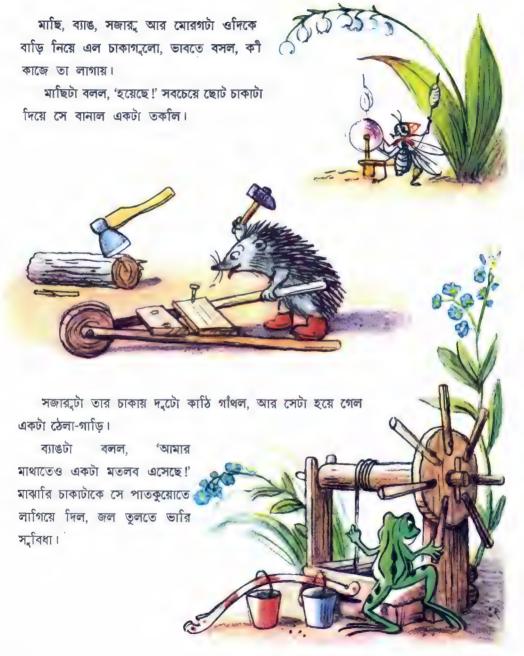




একটু বড়ো, ব্যাগুটা নিল মাঝারিটা আর মোরগটা বসল সবচেয়ে বড়ো চাকাটার ওপর। পা দিয়ে চালায়, ডানা নেড়ে চে'চায়:

'কোঁকর-কোঁ-কোঁ!'







মোরগ কিন্তু সবচেয়ে বড়ো চাকাটাকে নদীর ভেতর ফিট করে বানাল একটা জল-কল।
সব চাকাগ্যলোই লাগল কাজে: মাছি তার তর্কাল দিয়ে স্তো কাটে; ব্যাঙ জল তোলে
কুয়ো থেকে, বাগানে জল দেয়; সজার, তার ঠেলায় করে বন থেকে বয়ে আনে ব্যাঙের ছাতা,
ফলম্ল, কাঠ-কুটো।

আর মোরগ ময়দা বানায় তার কলে।



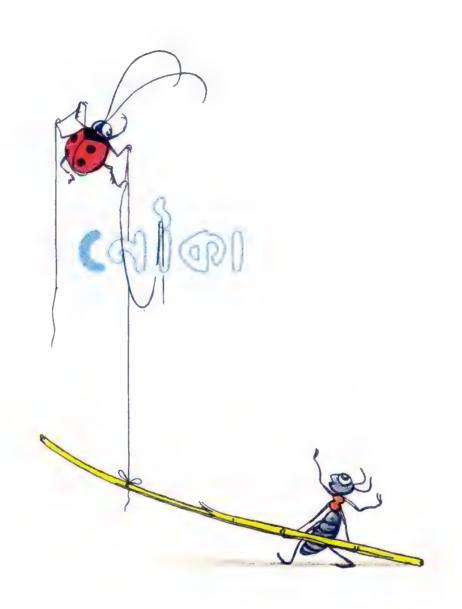
একদিন খরগোস এল বেড়াতে।
আদর করে অতিথি বরণ করলে তারা:
মাছি তাকে দস্তানা ব্বনে দিল,
র্যাঙ তার বাগান থেকে গাজর আনল,
সজার্ দিল ব্যাঙের ছাতা, ফলম্ল,
আর মোরগ দিল মিঠে রুটি আর নরম পিঠে।

লজ্জা হল খরগোসের।

বলে, 'মাপ করো ভাই। তখন হেসেছিলাম। এখন দেখছি কাজ জানলে বিদঘ্টে চাকাও কাজে লাগে।'









জাতে বেরল ব্যান্ত, মারগীছানা, ই'দার, পি'পড়ে আর একটা গাবেরে পোকা। এসে পেশছাল নদীর ধারে।



'চান করা যাক!' বলে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিল ব্যাঙ।



ম্রগীছানা, ই'দ্রে, পি'পড়ে আর গ্রবরে পোকাটা চে'চিয়ে উঠল, 'কিস্তু আমরা তো সাঁতার দিতে জানি না।'

'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ!' হাসতে লাগল ব্যাঙটা, 'কী-ই বা তাহলে পারো?' হাসতে হাসতে পেট বুঝি ফাটে।



ম্বগীছানা, ই দ্বর, পি পড়ে আর গ্বরে পোকার রাগ হল। ভাবতে বসল তারা। ভেবে ভেবে মতলব বেরল।



আর গ্রবরে পোকাটা আনল লম্বা একটা দড়ি।



তারপর সবাই লাগল কাজে। খড়টাকে তারা আখরোট খোলার তলায় আট্কাল, আর দড়ি দিয়ে পাতাটাকে বাঁধল তার সঙ্গে, হয়ে গেল এক পাল-তোলা নৌকা।



জলে ভাসাল নোকা।

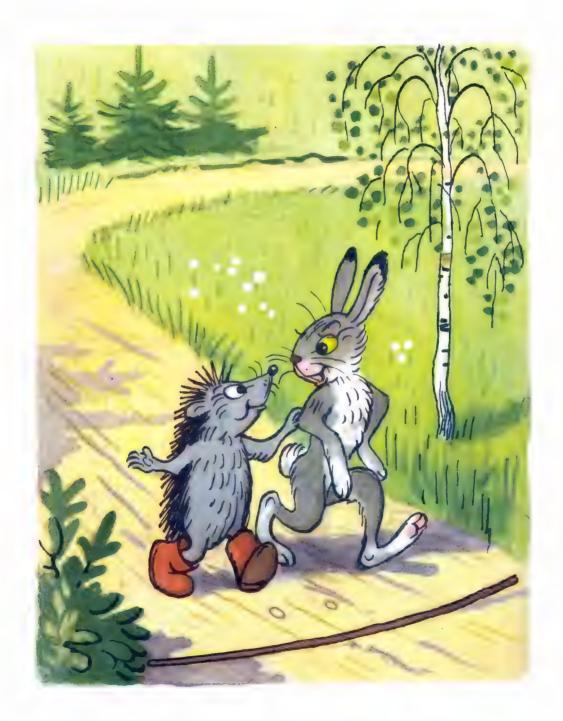


চলল সবাই ভেসে।
জল থেকে মাথা তুলে ব্যাপ্তটা ভেবেছিল হাসবে। নোকাটা কিন্তু তখন অনেক
দুৱে ভেসে গেছে... নাগাল ধরবে কে!





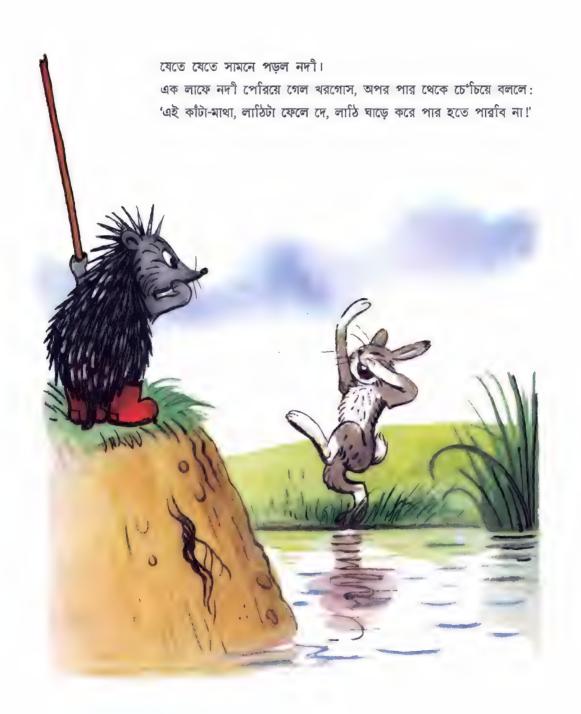




বি । ক্রিক্তির বিজ্ঞার । পথে সঙ্গ ধরল খরগোস, চলল তারা দ্বজনে মিলে। দ্বজনে পথ পাড়ি, অনেক তাড়াতাড়ি।

বাড়ি তো কাছে নয়, যায়, যেতে যেতে গলপ করে।
পথে পড়েছিল একটা লাঠি।
গলপ করছে থরগোস, নজর করে নি, হোঁচট থেয়ে প্রায় পড়ে আর কি।
'বটে!' রেগে উঠল খরগোস, লাথি মারলে লাঠিতে, দুরে গিয়ে পড়ল লাঠিটা।
সজার, কিন্তু কুড়িয়ে নিলে লাঠিটা। কাঁধে তুলে চলে গেল খরগোসের সঙ্গ ধরতে।
খরগোস দেখে সজার,র কাঁধে লাঠি। অবাক হয়ে বলে:
'লাঠিটা নিয়ে কী হবে তোর, কী বা লাভ?'
'এ লাঠি সাধারণ নয়,' বললে সজার,, 'এ হল বিপদ তারণ পাঁচন।'
জবাবে কেবল ফ্যাঁচ করলে খরগোস।







কিছ্র বললে না সজার্। একটু পেছিয়ে গেল সে, তারপর ছ্রটে এসে নদীর মাঝখানে লাঠি গে'থে তার ওপর ভর দিয়ে এক লাফে পেরিয়ে গেল অপর পারে, দাঁড়াল গিয়ে খরগোসের পাশেই, যেন কিছ্রই হয় নি। $\dot{}$

দেখে হাঁ হয়ে গেল খরগোস:

'দেখছি তুই লাফ মারতে পারিস খাসা!'

সঞ্জার, বললে, 'লাফাতে আমি মোটেই পারি না। আমায় সাহায্য করলে ওই বিপদ তারণ পাঁচন, লাঠির ভরে বাঁচন।'



চলল আরো এগিয়ে। যেতে যেতে পে ছিল এক চোরাবালিতে।
খরগোস লাফিয়ে নাফিয়ে যায়। সজার পেছ পেছ আসে, লাচি দিয়ে মাটি পরথ করে দেখে।
'এহ কাঁটা-মাথা কোথাকার, অমন কু থে কু থে আসছিস কেন? বোধ হয় তোর ওই লাচিটা ...'
কথাটা শেষও হল না, লাফ দিতেই চোরাবালিতে ডুবে গেল একেবারে কান পর্যন্ত। এই
ব্রিঝ সে খাবি খেয়ে তলিয়ে যায়।





খরগোসের কাছে একটা ঢিবিতে এসে সজার, বললে:

'নে, লাঠিটা ধর বেশ শক্ত করে!'

লাঠি আঁকড়ে ধরল খরগোস। প্রাণপণে বন্ধকে চোরাবালি থেকে টেনে তুলল সঞ্জার্। শক্ত ডাঙ্গায় এসে খরগোস বললে সজার্কে:

'ধন্যি তুই সজার, আমায় বাঁচালি।'



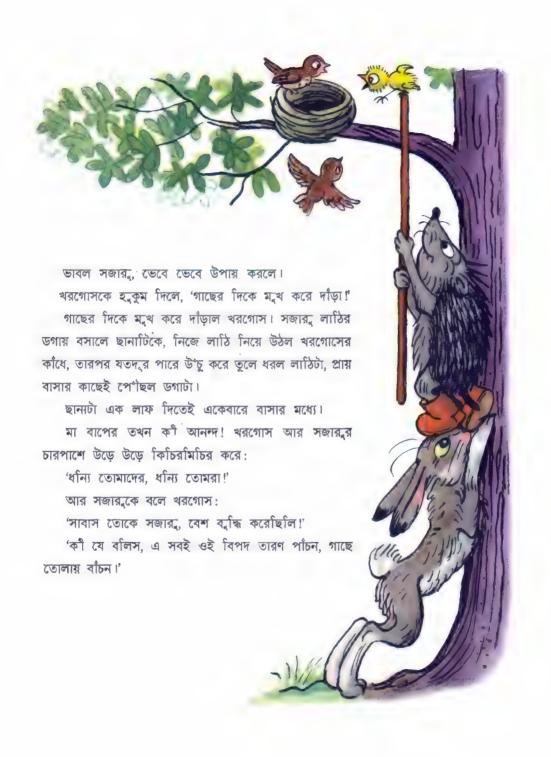
চলল এগিয়ে, মন্ত এক ঘন কালো বনের প্রায় মৃথে এসে দেখে মাটির ওপর পাখির ছানা। বাসা থেকে পড়ে গেছে, কর্ণ স্বরে চি'চি' করছে, মায়ে বাপে পাক দিছেে কেবলি, জানে না কী উপায়।

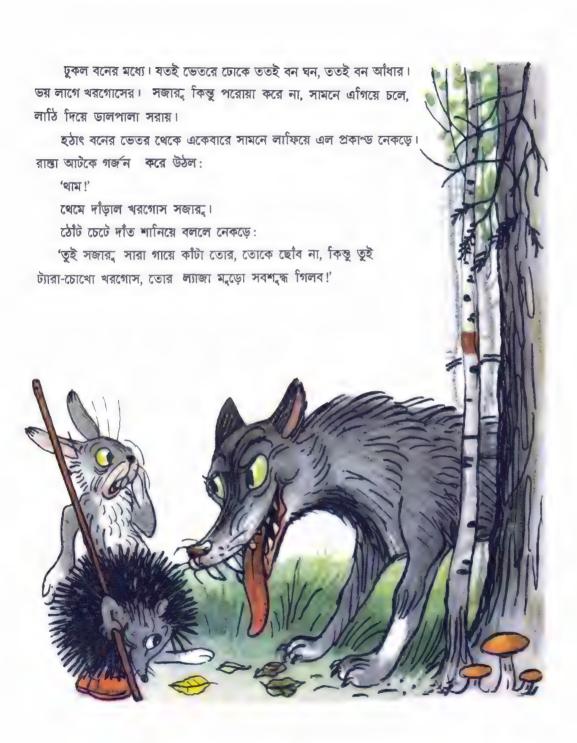
'বাঁচাও গো, সাহাষ্য করে। আমাদের!' কাকলী করে উঠল তারা।

বাসাটা অনেক উ°চুতে, নাগাল পাওয়া ভর। খরগোস সজার, কেউ তো আর গাছে উঠতে জানে না। অথচ বিহিত একটা করা দরকার।











ভয়ে কে'পে উঠল খরগোস, লোম তার শাদা হয়ে উঠল, শতিকালে যেমন হয়। ছুটতেও পারে না, পা যেন গে'থে গেছে মাটিতে। চোখ বন্ধ করে ক্ষণ গুনছে এই বুঝি নেকড়ে তাকে খেলে। সজারু কিন্তু ঘাবড়ালে না। লাঠিটা হাঁকিয়ে

যত জোরে পারে বাড়ি মারলে নেকড়ের পিঠে। যন্দ্রণায় কবিয়ে উঠল নেকড়ে, লাফিয়ে উঠে দে





চলল আরো এগিয়ে। বন উজিয়ে বেরিয়ে এল পথে। তবে পথ বড়ো দ্বর্গম, পাহাড় ভেঙে ওঠা।

সজার, লাঠিতে ভর দিয়ে খ্টখর্টিয়ে ওঠে, আর বেচারী খরগোস পিছিয়ে যায়, ক্লান্তিতে উলটে পড়ে আর কি।

বাড়ি প্রায় এসে গেছে, খরগোস কিন্তু আর চলতে পারে না।
'ভাবনা নেই,' বললে সজার্, 'আমার লাঠিটা ধর।'
লাঠি চেপে ধরলে খরগোস, সজার্ তাকে টেনে তুলতে লাগল পাহাড়ে।
খরগোসের মনে হল পাহাড়ে উঠতে বেশ হালকাই লাগছে যেন।
বললে, 'দ্যাখ, তোর বিপদ তারণ পাঁচন আমায় এবারেও সাহায্য করল তাহলে।'
এমনি করেই সজার্ ঘরে পেণছৈ দিলে খরগোসকে। খরগোস গিলি আর ছানাপোনারা তারই

সবার আনন্দ আর ধরে না। সজার কে বলে খরগোস:

'তোর এই বিপদ তারণ যাদ্ধ পাঁচন নইলে আর আমার ঘরে ফিরতে হত না।'

र्टिम मजात् वन्तः

'লাঠিটা তোকে উপহার দিলাম, কাজে লাগবে।'

অবাক হল খরগোস:

'এমন যাদ্র লাঠি ছাড়া তোর চলবে কি করে?'

'ভাবনা নেই,' বললে সজার্, 'লাঠি সব সময় মেলে, কিন্তু বিপদ তারণ — সেটা এইখানে।' এই বলে নিজের মগজটা দেখাল সজার্।

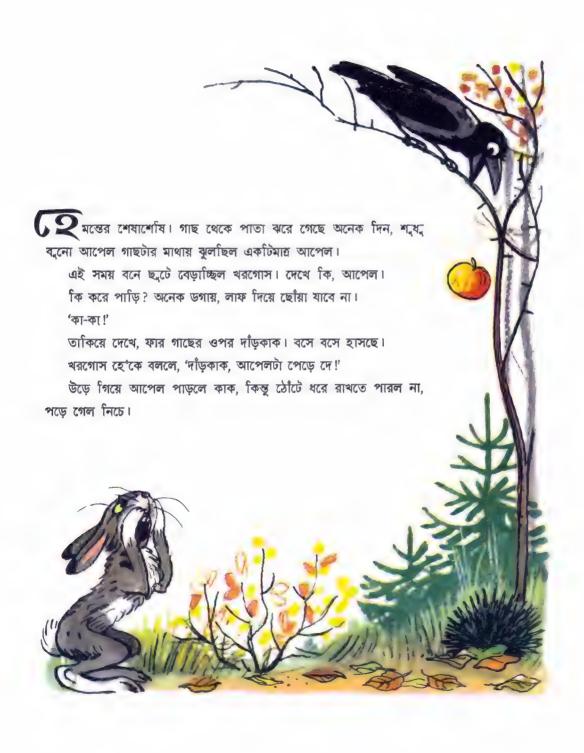
সব তখন পরিষ্কার হয়ে গেল। খরগোস বললে:

'ঠিক বলেছিস, লাঠিটা কিছ্ নয়, বড়ো কথা হল ব্রদ্ধিমন্ত মাথা আর দয়াবন্ত ব্রক।'











'ধন্যি তুই দাঁড়কাক,' এই বলে আপেল কুড়তে যাবে খরগোস। হঠাৎ জ্যান্তের মতো ফোঁস করে উঠল আপেল, ছুটে পালাল।

এ কি কাণ্ড?

ভয় পেয়ে গেল খরগোস, পরে ব্রুরেল: গাছের তলায় গা গ্রুটিয়ে ঘ্রুমিয়েছিল সজার্, আপেলটা পড়েছে তারই গায়ে। ঘ্রুম ভেঙে ধড়্মড়িয়ে ছ্রুট দিয়েছে সজার্, আপেলটা তার কাঁটায় গাঁথা।

'দাঁড়া, দাঁড়া! আমার আপেল নিয়ে চললি কোথায়?'



সজার্ থেমে বলে:
'এটা আমার আপেল, গাছ থেকে পড়েছে, আমি ধরেছি।'
সজার্র কাছে খরগোস ছুটে গিয়ে বলে:
'এখর্নি দিয়ে দে আমার আপেল, ওটা আমার!'
দাঁড়কাক উড়ে এল তাদের কাছে।
বলে, 'তর্ক আবার কি, ওটা আমার, আমি ঠুকরে ফেলেছি।'
কেউ কারো মত মানে না, সবাই চে'চায়:
'আমার! আমার!'

বন জ্বড়ে চে'চামেচি। শ্বর হয়ে গেল মারামারি। সজার্ব নাকে ঠোকর দিলে কাক। খরগোসকে কাঁটার খোঁচা দিলে সজার্ব, আর দাঁড়কাককে চাঁট মারলে খরগোস...





এমন সময় দেখা দিল ভাল্ক। হে°ড়ে গলায় বলে:

'কি ব্যাপার, এত গোলমাল কিসের?'

সবাই তাকেই সালিস মানল:

'তুমি ভালুক, বনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে বৃদ্ধিমান। ন্যায়মতে বিচার করো। যার পক্ষে রায় দেবে, সেই পাবে।'

সব কথা বললে তারা ভাল ককে।



ভাল্বক ভেবে ভেবে কান চুলকোলে। বললে:

'কে প্রথম দেখেছিল?' খরগোস বললে, 'আমি!'

'আর কে পাড়ল?' 'আমি,' বলে কা-কা করলে কাক।

'বেশ, কিন্তু কে কুড়ল?' 'আমি!' বললে সজার ।



ভালন্ক রায় দিলে, 'সবাইকারই অধিকার আছে তাহলে, প্রত্যেকেরই পাওনা আছে।' 'কিন্তু আপেল যে একটা,' বললে খরগোস, সজার, দাঁড়কাক। 'সমান সমান তিন ভাগ করো, এক একজনে নেবে এক এক ভাগ।' সবাই সমস্বরে বলে উঠল: 'সতিয়ই তো, কথাটা মনেই হয় নি।'



আপেলটা নিয়ে চার ভাগ করলে সজার্।

এক ভাগ দিলে খরগোসকে:

'এটা তোর জন্যে, তুই প্রথম দেখেছিল।'

দ্বিতীয় ভাগটা দিলে দাঁড়কাককে:

'এটা তোর জন্যে কাক, তুই পেড়েছিল।'

তৃতীয় ভাগটা সজার্ নিজের মূথে পূরলে:

'এটা আমায়, আমি কুড়িয়েছিলাম।'

চতুর্থ ভাগটা সজার্ ভাল্কের থাবায় রাখলে:

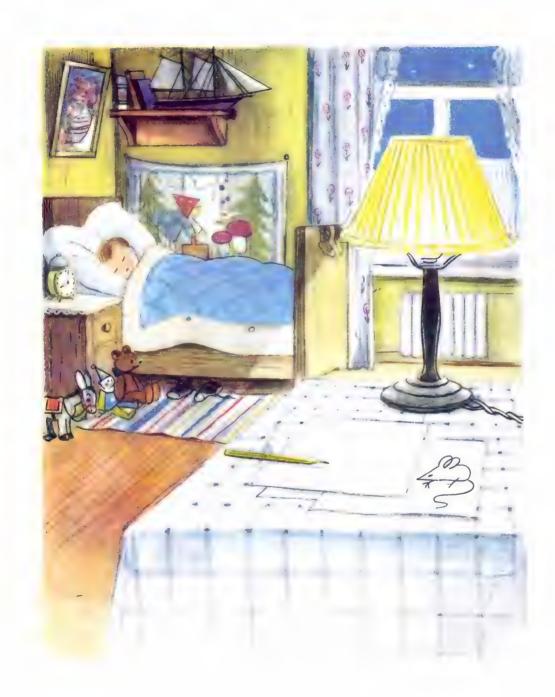
'এটা তোমার জন্যে ভাল্ক ...'

'আমায় কেন?' অবাক হল ভাল্ক ।

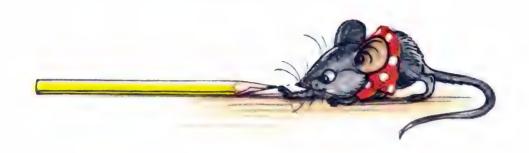
'কারণ ঝগড়া মিটিয়ে দিলে তুমি, বুদ্ধি দিলে ভালো।'

স্বাই যে যার ভাগ খেলে আনন্দ করে, কেননা ন্যায্যমতো বিচার করেছে ভাল্ক, কাউকে









প্রতিষ্ঠিত যে ছিল পেনসিল। ভোভার পেনসিল। একদিন ভোভা ঘ্রুমুচ্ছে, এমন সময় টেবলে উঠে এল এক নেংটিছানা। দেখে কি, পেনসিল। দেখেই পেনসিলটাকে টেনে এনে হাজির একেবারে গতে



পেনসিল বলে, 'দোহাই তোর, ছেড়ে দে! আমায় নিয়ে কী করবি? আমি যে কাঠ, খাবার তো নই।'



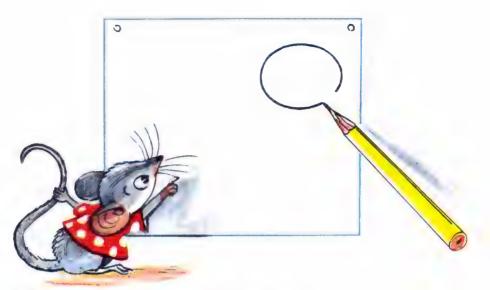
নেংটি বলে, 'না খাই, চিব্ব। দাঁত শ্বড়শ্বড় করছে আমার, সারাক্ষণ কিছ্ব একটা আমায় চিব্বতেই হবে, এ্যাই!' বলেই সে কষে কামড় বসালে পেনসিলে।

'মা গো!' বললে পেনসিল, 'তবে দে, শেষ বারের মতো কিছ্ব একটা আঁকি। তারপর যা ইচ্ছে করিস।'

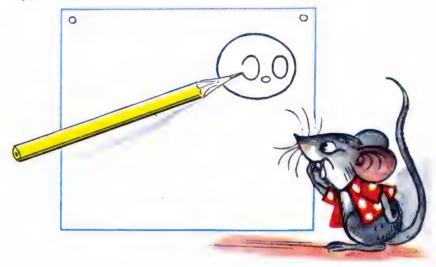




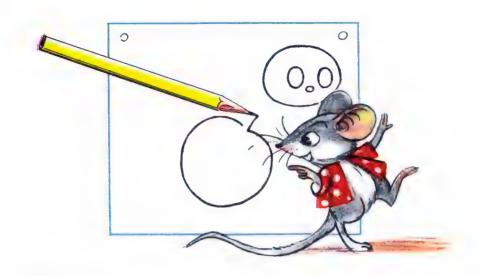
'বেশ,' রাজী হল নেংটি, 'আঁকতে চাস, আঁক। তারপরে কিন্তু তোকে চিবিয়ে কুটিকুটি করব।'



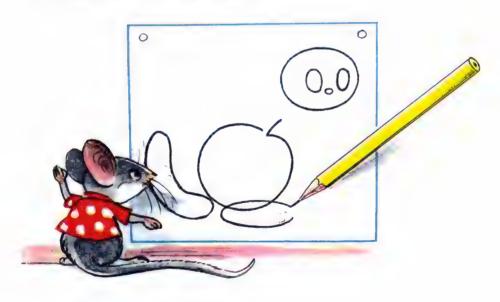
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পেনসিল আঁকলে একটা গোল রেখা। 'পনীর ব্রাঝ?' জিজ্ঞেস করলে নেংটি।



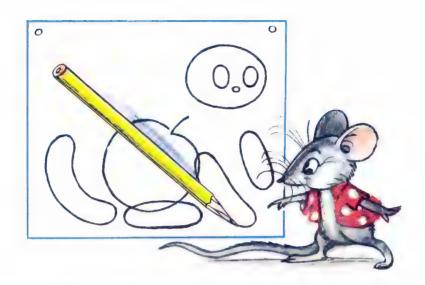
'পনীরই হয়ত,' এই বলে পেনসিল তার মধ্যে আঁকলে আরো ছোটো ছোটো তিনটে গোল। 'নিশ্চয় পনীর, এগ্নলো তার গায়ের ফুটো,' ঠিক ব্বেঝ নিলে নেংটি।



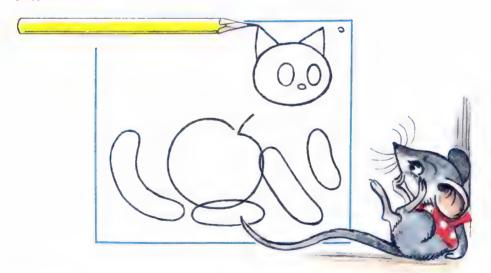
'ফুটোই হয়ত', এই বলে পেনসিল আঁকলে আরো একটা মস্ত গোল। 'এটা নিশ্চয় আপেল!' চে°চিয়ে উঠল নেংটি।



'আপেলই বোধ হয়,' এই বলে পেনসিল আঁকলে এই রকমের কয়েকটা লম্বাটে জিনিস।

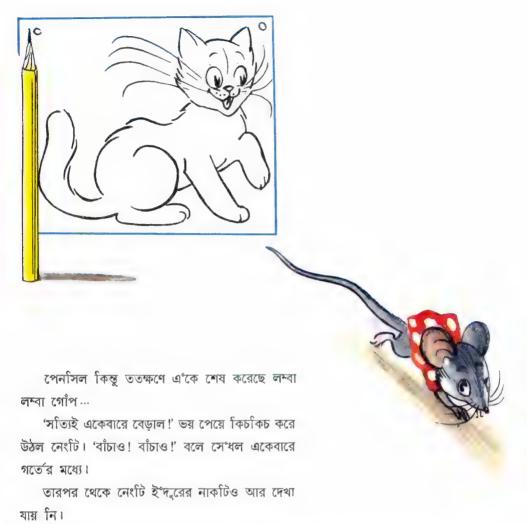


'জানি, জানি! এতো সসেজ!' ঠোঁট চেটে চে'চাল নেংটি, 'নে বাপা্ল, শিগাগির শেষ কর। ভারি শা্রুশা্রু করছে দাঁত।'



পেনসিল বললে, 'একটু দাঁড়া।' তারপর যেই না এই তেকোণগর্লো এংকেছে, অমনি চে'চিয়ে উঠল নেংটি:

'এ যে দেখি অনেকটা সেই বে ... থাম, থাম, আর আঁকিস না!'

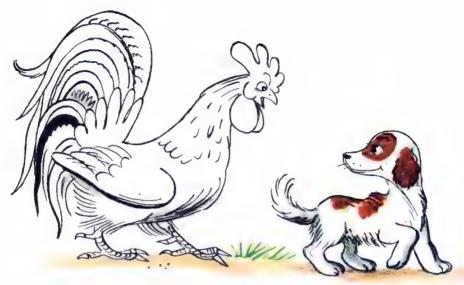


পেনসিল কিন্তু এখনো সেই রয়ে গেছে ভোভার কাছেই। কেবল একটু যেন ছোটো হয়ে এসেছে। নেংটিকে ভয় দেখাবার মতো এমনি ধারা বেড়াল আঁকতে পারো কি? দেখো না চেষ্টা করে।









রেগ আঁকলে ভোভা। কিন্তু রঙ দিতে ভুলে গেল।
বেড়াতে বেরিয়েছে মোরগ।
কুকুর দেখে অবাক, 'অমন কুরুপে হয়ে ঘুরছিস যে?'



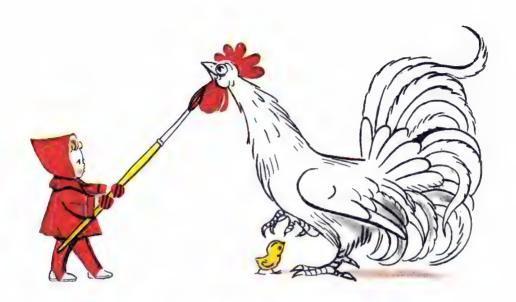
জলে নিজের রূপ দেখলে মোরগ। সত্যি — কুকুর ঠিকই বলেছে।



'দ্বঃখ্ব করিস না,' বললে কুকুর, 'রঙদের কাছে যা, তোকে সজিয়ে দেবে।'



রঙের কাছে গেল, মিনতি করলে: 'রঙ, ও রঙ, আমায় সাজিয়ে দাও!'



'তা বেশ,' এই বলে লাল রঙ তার ঝুণ্টি দাড়ি রাঙিয়ে দিলে।



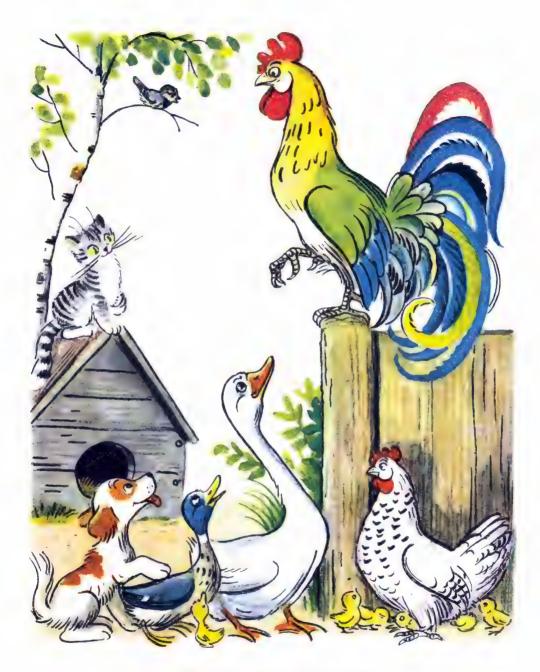
নীল রঙ রাঙালে তার লেজের পালক।



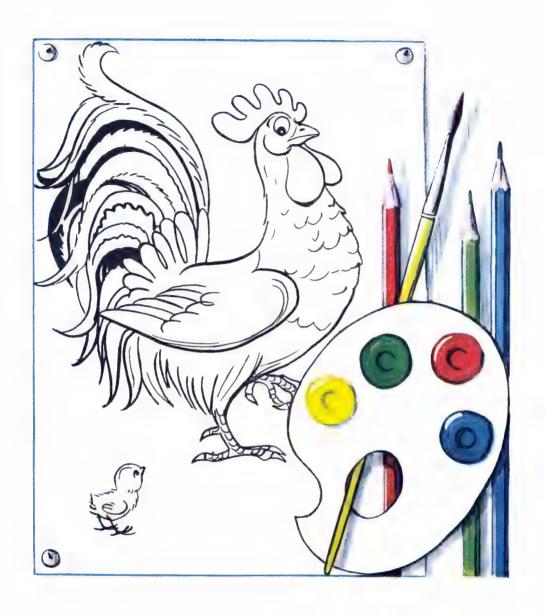
সব্জ রঙ দিয়ে ডানা।



হল্বদ দিয়ে ব্ক।



'এবার তুই সত্যিকারের মোরগ!' বললে কুকুর।

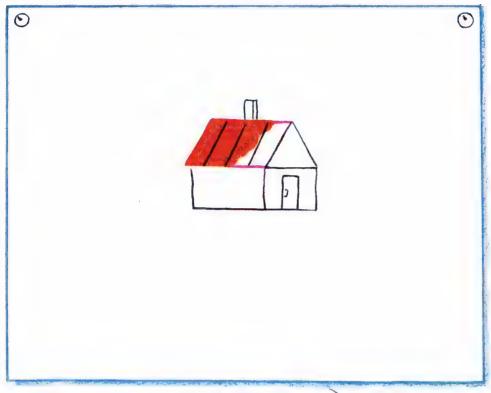








কুর্মাণ টেবলে বসে ছবি আঁকছিল।
হঠাৎ এল ডোরাকাটা বেড়াল, দেখতে লাগল কি করছে খুকুর্মাণ।

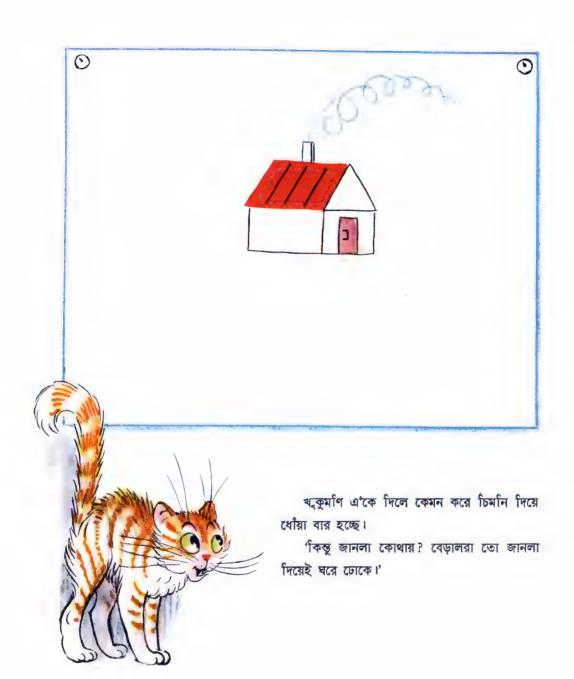


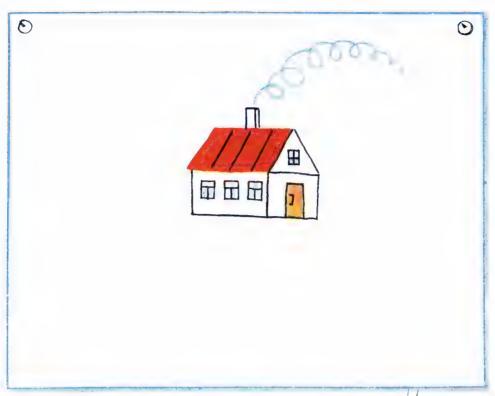
'এটা কি করছ তুমি?' জানতে চাইলে কোত্হেলী বেড়াল।

'তোর জন্যে বাড়ি আঁকছি,' বললে খুকুমণি। 'দ্যাখ, কেমন চালা, কেমন তাতে চিমনি, আর এটা দরজা...'

'ও বাড়িতে আমি করব কি?' 'উন্ন ধরিয়ে জাউ রাঁধবি।'



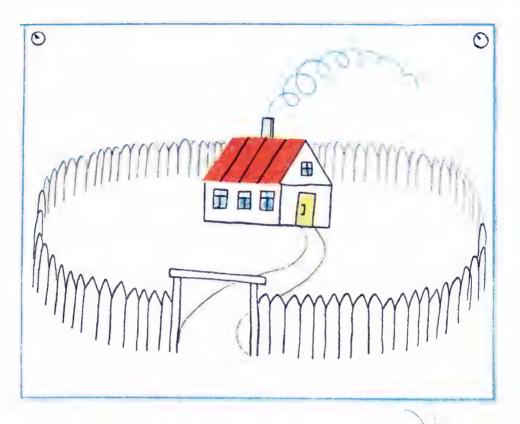




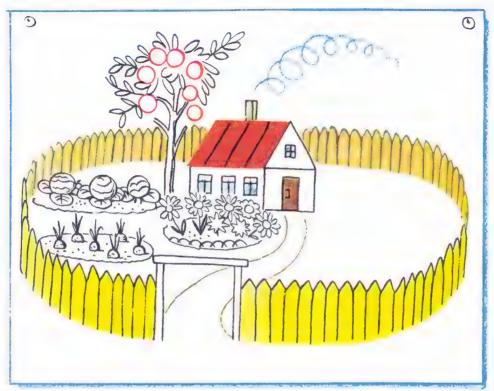
'এই নে তোর জানলা। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে ...' বলে খুকুর্মাণ চারটে জানলা এ°কে দিলে।

'বেড়াব কোথায়?'





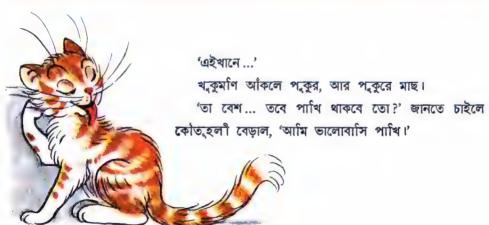


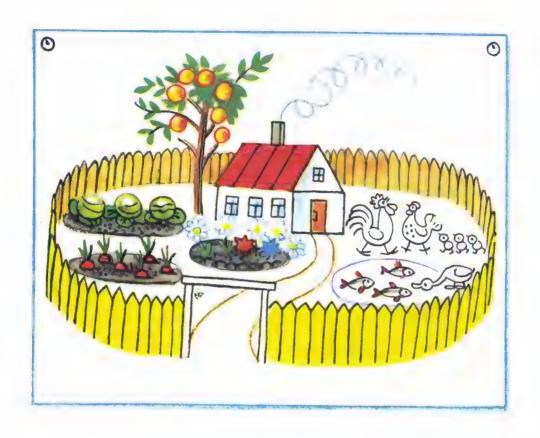


'দাঁড়া একটু,' বললে খ্কুমণি, 'এই তোর ফুলের কেয়ারি, এই তোর আপেল গাছে ফল ফলেছে, এইখানে তোর তরকারি ক্ষেত: গাজর ফলছে, বাঁধাকপি ফলছে...' 'বাঁধাকপি!' মুখ বে°িকয়ে বললে বেড়াল, 'মাছ ধরব কোথায়?'



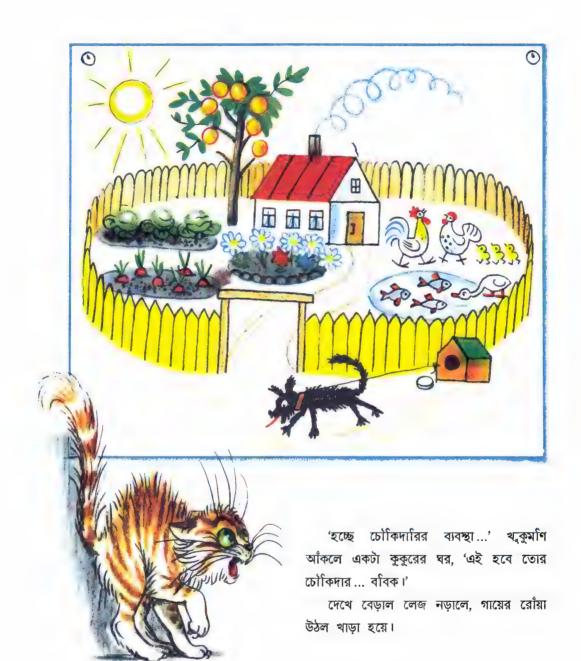






'থাকবে। এই নে তোর ম্রগাঁ, মোরগ, হাঁস, আর এই দ্যাখ, তিনটে মোরগছানা ...' হঠাৎ বেড়াল ঠোঁট চাটলে, গর্গর্ করলে, খ্ব চুপিচুপি জিজ্জেস করলে: 'আচ্ছা, বাড়িটায় নেংটি ই'দ্বর থাকবে তো ...?'





'ও বাড়ি আমার একটুও পছন্দ নয়,' বললে বেড়াল, 'চাই নে এখানে থাকতে!..'
এই বলে সে চলে গেল মুখ ভার করে।
দ্যাখ কেমন খামখেয়ালী বেড়াল!







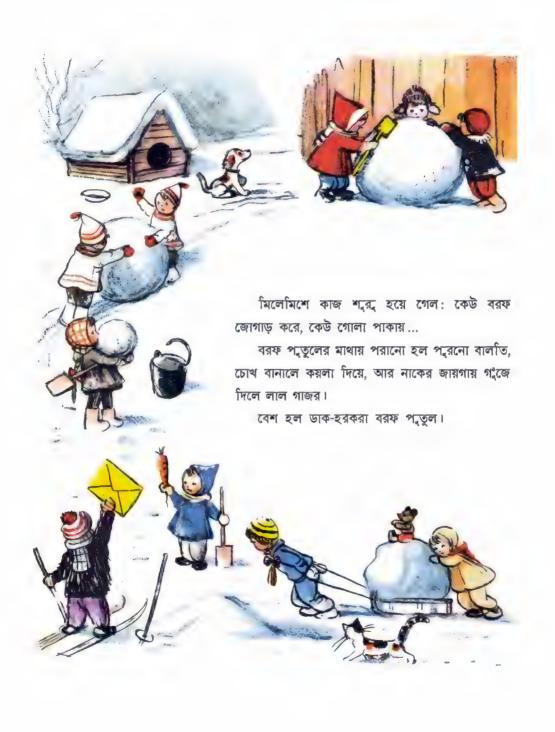


তার মানে কাল নববর্ষ। কাল ফার গাছ সাজিয়ে উৎসব। তার সাজসঙ্জা সবই তৈরি, কিন্তু গাছটি যে নেই। ছেলেমেয়েরা ঠিক করলে চিঠি পাঠাবে শীত দাদ্বর কাছে, বিজিবিজি বন থেকে ফার গাছ যেন পাঠায় — সবচেয়ে ঝুমঝুমিটি, সবচেয়ে স্বন্দরটি।





এই চিঠি লিখে ছেলেমেয়েরা আঙিনায় দৌড়ে গেল বরফ প্রতুল বানাতে।







সঙ্গে হল, ঘরে চলে গেল ছেলেমেয়েরা। বরফ পৃতুল মনে মনে ভাবে: কাজ তো চাপিয়ে গেল, কিন্তু যাই কোথায়?



'আমার সঙ্গে নে,' হঠাৎ বললে কুকুরছানা ববিক, 'আমি রাস্তা দেখিয়ে দেব।'



'ঠিক বলেছিস, দ্বয়ে মিলে যাই, ভয় ভাবনা নাই!' খ্বশি হল বরফ প্রতুল, 'শত্র তাড়াবি, পথ দেখাবি।' ১৩০



বরফ প্রতুল আর ববিক যায় যায়, যেতে যেতে পেণছল এক মস্ত বড়ো গহীন বনে ...



সামনে দেখে এক খরগোস।
'বল তো, শীত দাদ্ব এখানে থাকে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে বরফ প্রতুল।
কিন্তু জবাব দেবার সময় কোথায় খরগোসের, পেছনে তার তাড়া করেছে শেয়াল।



আর ববিকও 'ঘোঁৎঘোঁং' করে ছ্রটল খরগোসের পেছনে।



মন খারাপ হয়ে গেল বরফ প্তুলের। 'দেখছি এবার একা একাই যেতে হবে।'



এমন সময় ফ্রুসে উঠল বরফ ঝড়, পাক দিয়ে ঝাপটা মারে কেবলি...

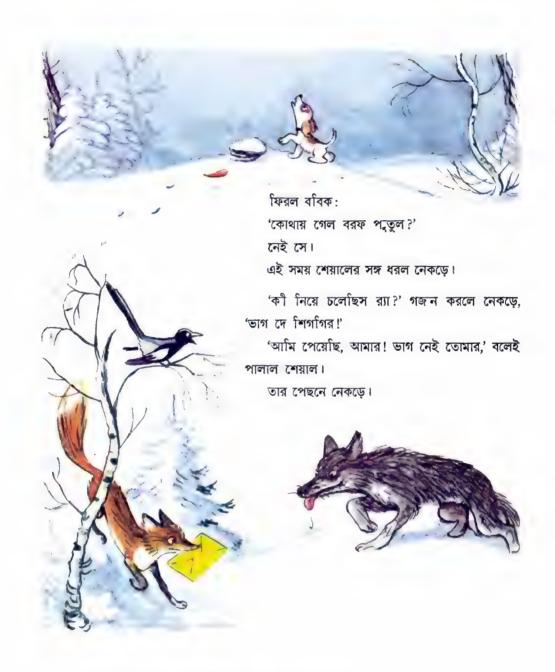


থরথরিয়ে কে'পে উঠল বরফ পর্তুল... সব বরফ তার খসে খসে পড়ল। পড়ে রইল শ্বধ্ব বালতিটা, চিঠিটা, আর গাজরটা।



শেয়াল ফিরে এল একেবারে রেগে কাঁই:

'শিকারে আমায় বাধা দিয়েছিল কে?'
দেখে কেউ নেই, শর্ধ্ব বরফের ওপর পড়ে আছে চিঠিটা। চিঠিটা নিয়ে পালাল সে।



কী হচ্ছে দেখি বলে হাঁড়িচাঁচাও উড়ল পেছন পেছন।



ববিক কাঁদে, আর খরগোসরা বলে:
'ঠিকই হয়েছে তোর, কেন তাড়া করিস আমাদের, কেন ভয় দেখাস?'



'ভয় দেখাব না, তাড়া করব না,' বলে ববিক আরো জোরে কে'দে উঠল।

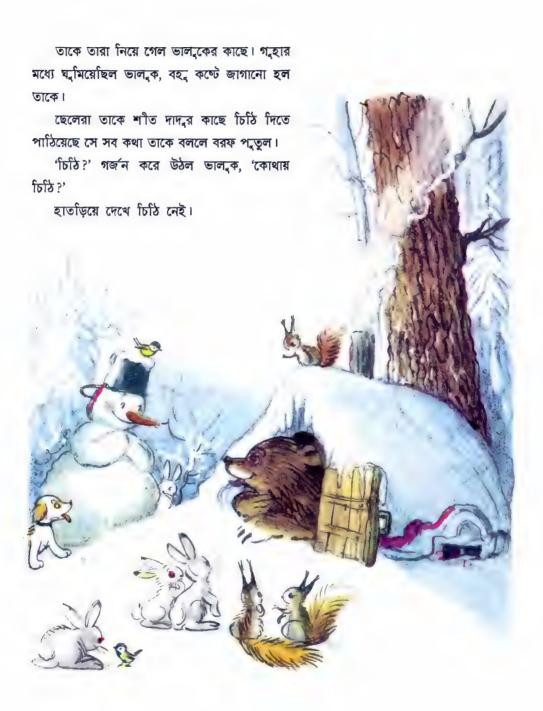


'কাঁদিস না, আমরা তোকে সাহায্য করব,' বললে খরগোসরা। 'আর খরগোসদের সাহায্য করব আমরা,' বললে কাঠবেড়ালিরা।



বরফ প্রতুল তৈরি করতে লাগল খরগোসরা, কাঠবেড়ালিরা সাহায্য করে তাদের. ছোটো ছোটো থাবা দিয়ে থাবড়ায়, লেজ দিয়ে মোছে।

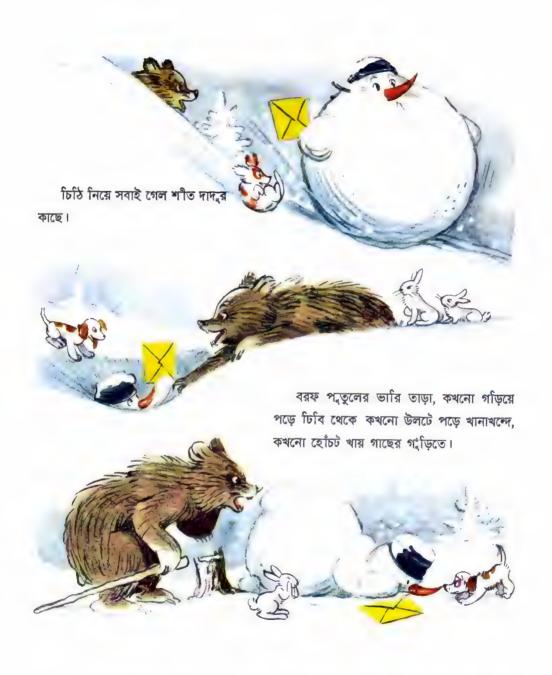








ব্যাপারটা হয়েছিল এই ...



ভাগ্যি ভালো ভাল্বক তাকে বাঁচায়, নয় তো ফের আবার গ্র্ডো গ্র্ডো হয়ে ষেত।

শেষ পর্যন্ত পেণছল শীত দাদ্র কাছে।

চিঠি পড়ে শীত দাদ্ব বললে:

'এত দেরি হল যে? সময়মতো ফার গাছ নিয়ে
তো তুই পেণছতে পারবি না।'

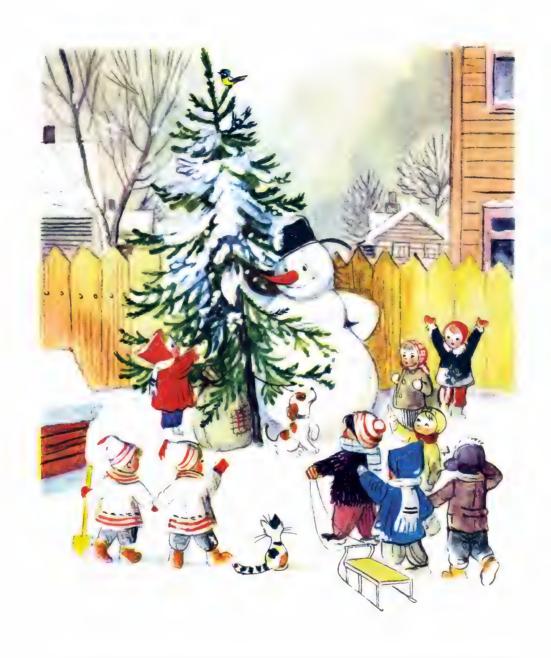




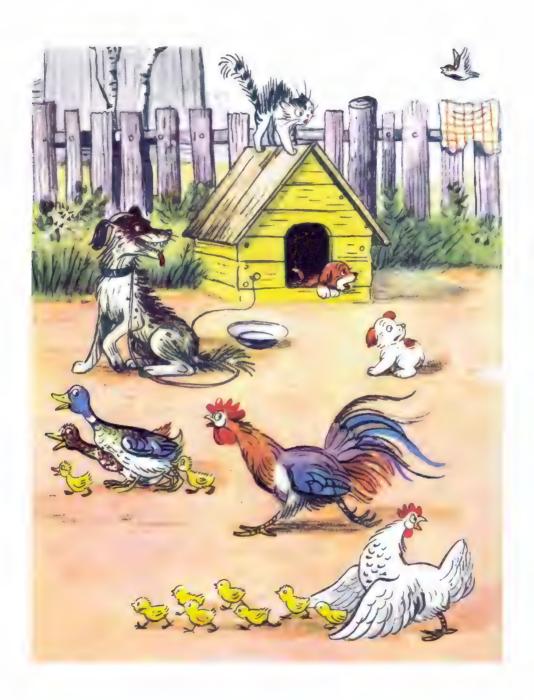
সবাই তথন বরফ প্রতুলের পক্ষ নিলে, বললে কী হয়েছিল। শীত দাদ্ব তখন তার নিজের স্লেজগাড়িটা দিয়ে দিলে তাকে, বরফ প্রতুলও ফার গাছ নিয়ে ফিরে চলল ছেলেমেয়েদের কাছে।



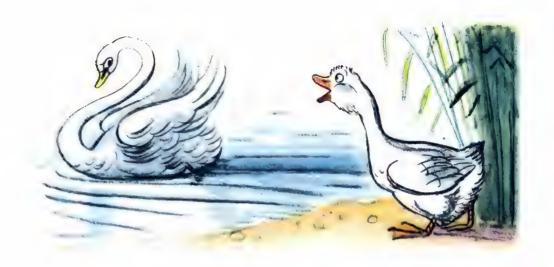
ভাল্বকও ফিরল তার গ্রহায় — বসন্ত পর্যন্ত ঘ্রাময়ে থাকবে।



আর সকালবেলায় দেখা গেল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বরফ প**্**তুল। হাতে তার চিঠির বদলে ফার গাছ।







प्रक्रिय हिन शंत्र।

ভারি বোকা, ভারি হিংস্কটে।

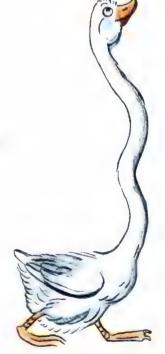
সব হাঁসকেই তার হিংসে, সবার সঙ্গেই তার ঝগড়া, সব নিয়েই তার গ্রন্থার গ্রন্থার ... সবাই মাথা নেড়ে বলত:

'আচ্ছা লোক বটে!..'

একবার প্রকুরে রাজহাঁসের সঙ্গে দেখা।
তার লম্বা গলাটা দেখে ভারি ভালো লাগল তার।
ভাবলে, অমন গলা যদি আমার হত!

রাজহাঁসকে মিনতি করলে:

'এসো বদল করি, আমার গলাটা তুমি নাও, তোমারটা আমি।' ভেবে চিন্তে রাজী হল রাজহাঁস। বদল করে নিলে।





হাঁস চলেছে এক লম্বা গলা বাড়িয়ে, ভেবে পাচ্ছে না কি করবে তা দিয়ে। কখনো বা এদিকে ফেরায়, কখনো বা লম্বা করে দেয়, কখনো বা গোল করে বাঁকায় — কিছুতেই স্ক্রিধে হয় না।

তাকে দেখে হাসতে লাগল পেলিকান পাখি।

বলে, 'তুই হাঁসও নস, রাজহাঁসও নস! হ্যাঃ-হ্যাঃ !'

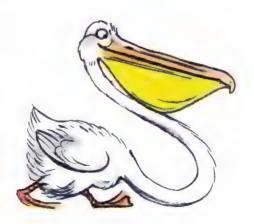
রাগ হয়ে গেল হাঁসের, ভাবলে হিসিয়ে উঠবে, হঠাৎ চোখে পড়ল পেলিকানের ঠোঁটের সঙ্গে মন্ত বড়ো থলি।

ভাবলৈ, অই রকম থালি-ঝোলানো ঠোঁট হলে বেশ হত।

পেলিকানকে বলে:

'এসো বদল করি, তুমি নাও আমার লালচে ঠোঁট, আমি নিই তোমার থালি-ঝোলানো ঠোঁট।' হাসি পেল পেলিকানের, তাহলেও রাজী হল।

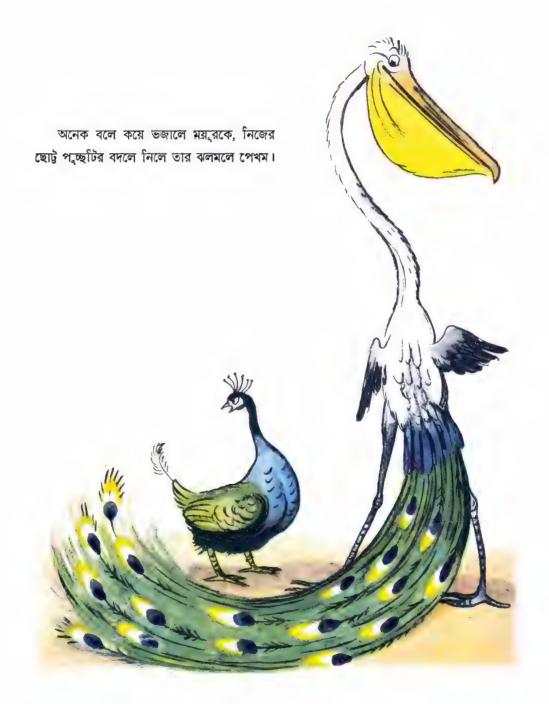
বদল করে নিলে।

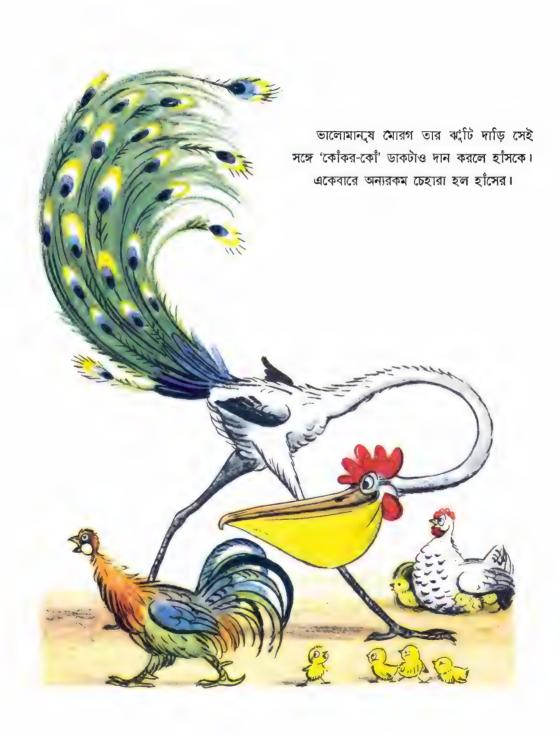




বদল করতে ভারি ভালো লেগে গেল হাঁসের। সারসের সঙ্গে পা বদল করে নিলে। নিজের থ্যাবড়া পা দিয়ে নিলে সর্ব সর্ব লম্বাটে ঠ্যাঙ।



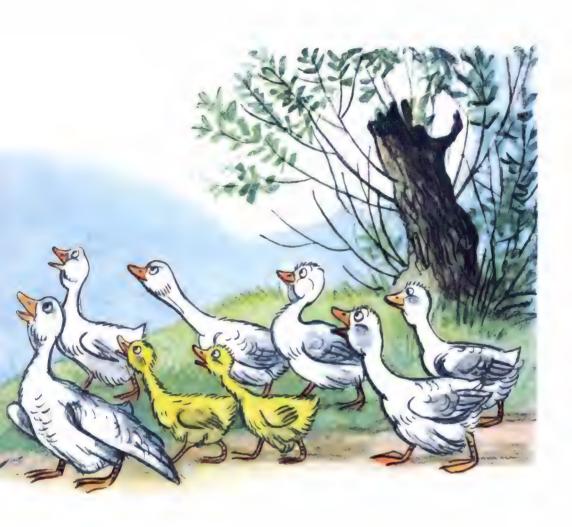






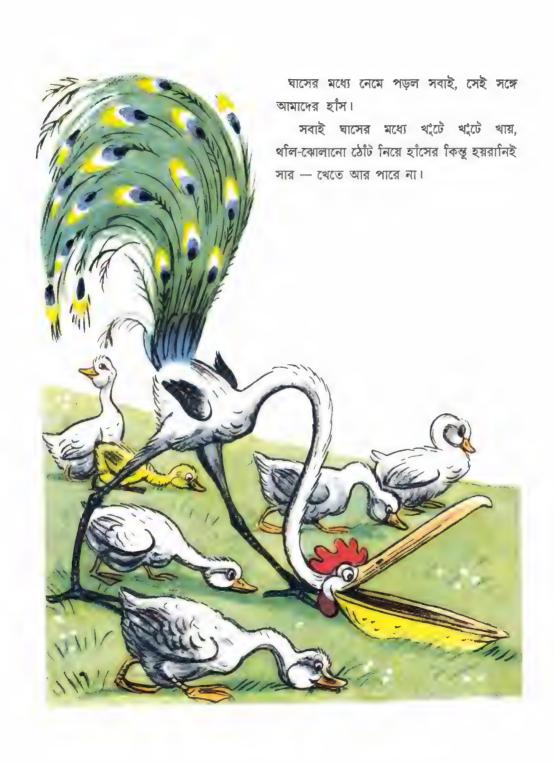
হাঁস চলেছে সারসের ঠ্যাঙ তুলে, দোলাচ্ছে তার কাকের ডানা, ঘ্ররিয়ে ফিরিয়ে বাঁকাচ্ছে তার রাজহাঁসের গলা।

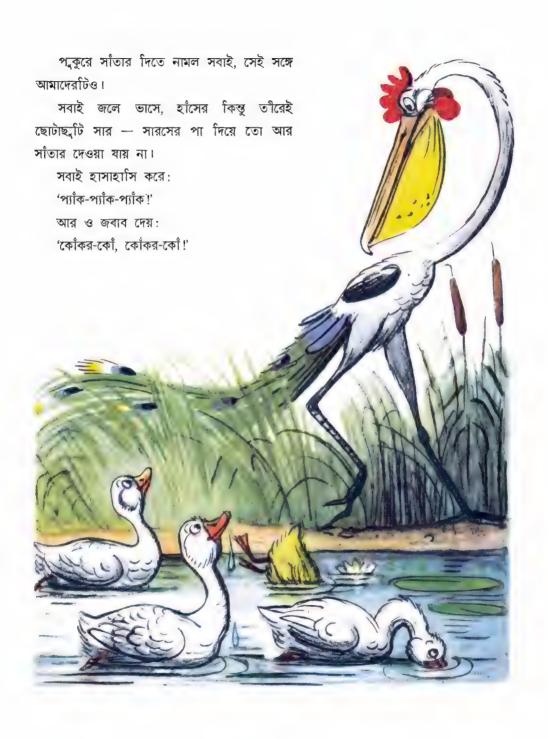
দেখা হল একপাল হাঁসের সঙ্গে। 'প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক! এ আবার কোন পাখি?' অবাক হল হাঁসেরা।



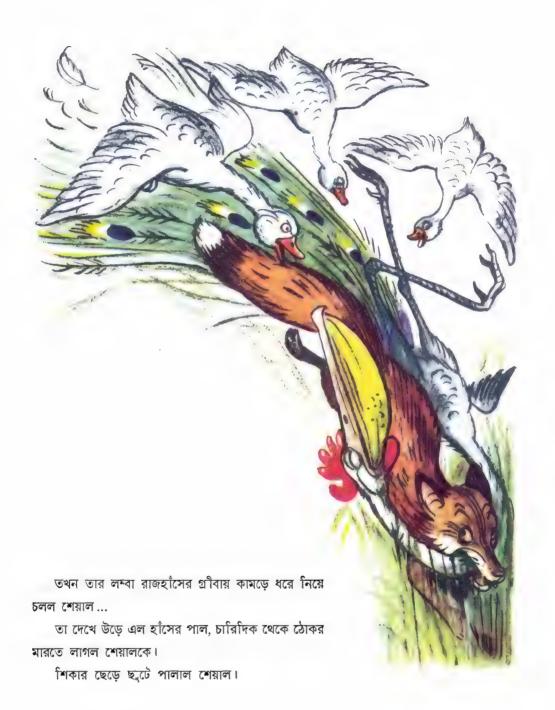
'আমি হাঁস!' চে°চিয়ে বললে পাখি, ঝাপট মারলে তার কাকের ডানায়, টান করে দিলে তার রাজহাঁসের গ্রীবা, গলা খাঁকারি দিলে তার পেলিকানের গলায়:

'কোঁকর-কোঁ! কোঁকর-কো! সবচেয়ে আমি স্কুদর!' 'হাঁস যদি হ'স তবে চল আমাদের সঙ্গে,' বললে হাঁসেরা।











হাঁস বললে, 'বাঁচালি ভাই তোরা আমায়। এবার আমার চৈতন্য হয়েছে।' রাজহাঁসের কাছে গেল হাঁস, ফেরত দিলে তার লম্বা গলা, পেলিকানকে দিলে তার থলিওয়ালা ঠোঁট, সারসকে তার সর্ব সর্ব ঠ্যাঙ, দাঁড়কাককে তার কালো ডানা আর ময়্রকে দিলে তার ঝলমলে পেথম।



আর ভালোমান্য মোরগকে দিলে তার ঝু'িট দাড়ি, সেই সঙ্গে 'কোঁকর-কোঁ' ডাক। ফের হাঁস হয়ে গেল সে।
তবে এখন তার কাণ্ডজ্ঞান বেশি, হিংসে কম।
এই হল আমাদের হাঁসের গলপ।
আমার কথাটি ফুর্ল।



ম্রগীছানা, হ	্বাঁসের	ছানা					,					¢
তিন বেড়াল											. :	50
ব্যাঙের ছাতা											;	२०
ম্যাও করলে	কে ?										,	09
নানা মাপের	চাকা										. (¢ ¢
নোকা • •											. (৬৫
বিপদ তারণ	পাঁচন						,				•	90
আপেল .											. 1	49
নেংটিছানা অ	ার পে	নসিল									:	৯৭
মোরগ আর	রঙ .										50	90
খামখেয়ালী ব	বেড়াল										>:	50
ফার গাছ .	_											
এ আবার বে	চান প	त्रिश्च ?									>8	86



